ইন্টারনেট জগতের হালচাল

শেরিফ আল সায়ার

রূপকথার গল্প দিয়েই লেখাটি শুরু করা যেতে পারে। রূপকথার বয়স মাত্র ৬ বছর। এত কম বয়সে কমপিউটার প্রোগ্রামিংয়ে দক্ষ রূপকথা। অনেকটাই রূপকথার গল্পের মতোই রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বাংলাদেশি এ শিশু।

পুরো নাম ওয়াসিক ফারহান রূপকথা। ২৫ নভেম্বর রাতে এই তথ্য নিশ্চিত করে রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট কর্তৃপক্ষ। সেই সাথে রূপকথাকে 'বিস্ময় বালক' স্বীকৃতি দিয়ে একটি বিশেষ ছবি প্রকাশ করেছে রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট। একই সাথে রূপকথাকে একজন কমপিউটার প্রোগ্রামার হিসেবেও অভিহিত করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কার্টুনিস্ট রবার্ট রিপলি'র নামে চালু হওয়া রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট সারা বিশ্বের বিভিন্ন অবাক করা ঘটনার স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। এসব নিয়ে করা হয় সংবাদপত্রের প্যানেল সিরিজ, রেডিও ও টেলিভিশন আয়োজন। এছাড়া এর অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে চেইন মিউজিয়াম, কমিক বই ইত্যাদি। ২৫ নভেম্বর রিপলি'স কার্টুন সিরিজে প্রকাশিত হয়েছে ঢাকার ওয়াসিক ফারহানের কার্টুন (www.ripleys.com/weird/videos-and-oddities/ripleys-syndicated-cartoons/cartoon-11-25-2012)।

বাঙালি এ শিশু শুধু যে বাংলাদেশের মিডিয়াতে স্থান পেয়েছে তা নয়; রূপকথা একই সাথে বিবিসি, ক্যালিফোর্নিয়া অবজারভার, নিউইয়র্ক টাইমস, হিন্দুস্থান টাইমসসহ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যমগুলোতে জায়গা করে নিয়েছে।

যখন রূপকথার গল্প বাংলাদেশে হচ্ছে। ঠিক তার কিছুদিন আগেই ভারতে ফেসবুকে মন্তব্য নিয়ে হয়ে গেল তোলপাড়। একুশ বছরের শাহীন মেডিক্যালের শিক্ষার্থী। পড়ার ফাঁকে মাঝেমধ্যে রাজনৈতিক মন্তব্যও করেন ফেসবুক পোস্টে। এখানে 'লাইক' দেয় তারই বান্ধবী রেণু শ্রীনিবাসন।

দুই নারীর অপরাধ ছিল এটাই। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস প্রকাশ করে, নিজের স্বাধীন মতপ্রকাশের অপরাধেই গ্রেফতার হলো দুই মেডিক্যাল শিক্ষার্থী।

ঘটনাটি আসলে কী ছিল? কী এমন ছিল শাহীনের মন্তব্যে? এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো। সেখানে বের হয়ে আসে সাধারণ নাগরিক শাহীন ভারতীয় শিক্ষার্থী।

সম্প্রতি ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা বাল ঠাকরে মারা যান। যখনই এ নেতার মৃত্যুর খবর দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে, তখন রাজনৈতিক নেতারা পুরো মুম্বাই শহর বন্ধ করে দেন।

এ ঘটনায় বিরক্ত হয়েই শাহীন তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লেখেন, 'হাজার মানুষের প্রতি সম্মান রেখেই বলতে চাই– এ পৃথিবীতে লাখ লাখ মানুষ প্রতি সেকেন্ডে মারা যাচ্ছে। তারপরও এ পৃথিবী এক মুহূর্তের জন্য থমকে যায়নি। অথচ একজন রাজনীতিবিদের সাধারণ মৃত্যু হলো। সেটাকে নিয়ে পুরো শহর বন্ধ হয়ে গেল। তাদের মনে রাখতে হবে আমাদের ঘরে জোর করে বসিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা নিজের ইচ্ছেতে ঘরে বসে নেই। সম্মান মানুষ অর্জন করে। কখনও জোর করে সম্মান আদায় করা যায় না।'

শাহীন তার পোস্টটির শেষ লাইনে লেখেন, 'আজকে এ শহর কারও সম্মানে স্তব্ধ হয়ে যায়নি। এ শহর স্তব্ধ হয়েছে ভয়ে, আতঙ্কে।'

এ পোস্ট দেখেই পুলিশ আসে শাহীনের বাসায়। তার আগেই অবশ্য শাহীন ফেসবুকে ক্ষমা চেয়ে নেন। এরপর তার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টও বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু এতেও কোনো লাভ হয়নি। তাকে গ্রেফতার করা হয় শেষ পর্যন্ত। এরপর শাহীন ও তার বন্ধু রেণুর পক্ষে সোশ্যাল সাইটগুলোতে প্রচারণা সোচ্চার হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভারতীয় সোশ্যাল মিডিয়ায় জোরালোভাবে নিন্দিত হতে থাকে পুলিশের এ আচরণ। বিশ্বব্যাপীও এ ঘটনার নিন্দা চলছে। সোশ্যাল মিডিয়া, ব্লগে চলছে সমালোচনা।

প্রসঙ্গত, ১৯ নভেম্বর অভিযুক্ত এ দুই বন্ধুকে জামিন দেয়া হয়। তারপরও তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এ মামলার শুনানির জন্য অপেক্ষা করছেন শাহীন ও রেণু। যদিও আদালত শাহীন ও রেণুকে গ্রেফতার করা কেনো অবৈধ হবে না বলে ভারতীয় পুলিশের কাছে জানতে চেয়েছে।

ভারতের এ দুই নারীর মতো সারাবিশ্বেই সোশ্যাল মিডিয়াতে মানুষ তাদের মনের কথা বলতে গিয়ে বিপাকে পড়ছেন। সেই সাথে সোশ্যাল মিডিয়াতে সবাই সোচ্চারও হয়ে উঠছেন। এজন্যই সোশ্যাল মিডিয়াজুড়ে ব্যক্তি আক্রমণের ঘটনা অহরহই ঘটছে। কিছুদিন আগে টুইটারে এক শিশুকে হত্যা করা নিয়ে আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেছে এক যুবক। এক তরুণ যুক্তরাজ্যের সেনাবাহিনী সম্পর্কে বলেছে, তোরা জাহান্নামে যা। আবার সে সূত্র ধরেই একজন শহীদ স্মরণে কাগজের ফুল পোড়ানোর ছবি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করেছে।

এদের সবাইকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। তাই বলে যে তারাই অপরাধী তা কিন্তু নয়। আবার তারা যে অপরাধী নয়; সে বিষয় নিয়েও বিতর্ক হতে পারে। বিস্ময়ের কথা হচ্ছে, ব্রিটেনে প্রতিবছর গড়ে ১০০ মানুষ ফেসবুক, টুইটার, ক্ষুদেবার্তা, ই-মেইলের মাধ্যমে আক্রমণাত্মক মন্তব্য, হুমকি এবং আপত্তিজনক ছবি পোস্ট করার আপরাধে জেলে যাচ্ছেন।

আইনজীবীরা ধীরে ধীরে এর বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গড়ে তুলছেন। তাদের মতে, একবিংশ শতাব্দীতে আইন নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। অন্যদিকে সাধারণ জনগণ বলছেন, প্রতিটি মানুষের মুক্তমতের অধিকার আছে। ইন্টারনেট সে অধিকারকে আরও শক্তিশালী করে তুলছে। মুহূর্তে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে যায় মানুষের মনের কথা। সেজন্য আইন করে মুক্তমত বন্ধ করা অপরাধের শামিল।

মুক্তমত ও অধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ মাইক হ্যারি সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, পঞ্চাশ বছর আগেও কারও বিরুদ্ধে কথা বলতে মানুষের শতবার ভাবতে হতো। খুব অল্পসংখ্যক মানুষের যেকোনো বিষয়ে কথা বলার সাহস ছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রেক্ষাপট বদলে গেছে। ভালো-খারাপের মিশেল হচ্ছে। যেমন শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে ফুলকে পোড়ানো ছবি ফেসবুকে আপলোড হচ্ছে। এগুলো দেখছে হাজার হাজার মানুষ। তাদের ভেতর তৈরি হচ্ছে রাগ-ক্ষোভ, দুঃখ। এ নিয়ে দু'টি পক্ষ তৈরি হচ্ছে। এরা সংঘর্ষেও জড়িয়ে পড়ছে।

এ নিয়ে কয়েকটি কেসস্ট্যাডি দেয়া যেতে পারে। পল চ্যাম্বারস নামে এক ব্রিটিশ নাগরিক ২০১২ সালের জানুয়ারিতে যাবেন তার বান্ধবীর সাথে দেখা করতে। কিন্তু তুষারপাতের কারণে ফ্লাইট ধরতে পারেনি। এমন সময় তিনি টুইটবার্তায় জানান, রবিনহুড এয়ারপোর্ট বন্ধ। একটি সপ্তাহ পেলাম, কিন্তু একসাথে হতে না পারলে এয়ারপোর্ট আকাশে উড়িয়ে দেব।

এক সপ্তাহ পরেই পলের অফিসে পুলিশ হাজির। পল কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। একটানা আট ঘণ্টা নানান প্রশ্ন করা হলো। তাকে জেলে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় পল চাকরি হারান। জরিমানা গুনতে হয় হাজার পাউন্ড।

পল খুবই সৌভাগ্যবান ছিলেন। কারণ অনলাইন মিডিয়াতে তার এ খবর ফলাও করে আসতে থাকে। টুইট ব্যবহারকারীরা তার পক্ষে আওয়াজ তোলেন। এরপরও বিচার প্রক্রিয়া থেমে থাকেনি। শেষে আদালত রায় দিয়ে বলল, আক্রমণাত্মক যেকোনো মন্তব্য যা সমাজে ক্ষতির বা ভয়ের সৃষ্টি করতে পারে; সে ধরনের যেকোনো মন্তব্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এ বছরই আফগানিস্তানে ছয় ব্রিটিশ সৈন্য নিহত হওয়ার পর ২০ বছর বয়সী আজহার আহমেদ ফেসবুকে ব্রিটিশ সেনাসদস্যদের উল্লেখ করে বলেছেন, তোমাদের মরতেই হবে এবং ▸

জাহান্নামে যাও। এর কিছুক্ষণ পরই আজহার পোস্ট ডিলিট করে দেন। কিন্তু তারপরও হাজতে যাওয়া এড়ানো পারেননি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় আক্রমণাত্মক হওয়ার অপরাধে প্রত্যেককে ২০০৩ সালে ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন অ্যাক্টে গ্রেফতার করার বিধান আছে। এ আইনটি তৈরি হয় ১৯৩০ সালে। টেলিফোনে হুমকি এবং কাউকে অনৈতিক উত্ত্যক্ত করার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এ আইন করা হয়। এটি অবশ্য ২০০৩ সালে সংশোধিত হয়। কিন্তু ফেসবুক এবং টুইটারের যুগ এর পরপরই শুরু।

এ সময়ে ইন্টারনেট জগৎ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। মানুষের বক্তব্য, মন্তব্য শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এ জন্য যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিমকোর্ট এ বিষয়ে আইনের কথাও ভাবছে। আদালত মনে করে, সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষের মতামত গঠনমূলক হওয়া উচিত।

জার্মানিতে এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা বিদ্যমান। দেশটির নিও-নাজি গ্রুপের টুইটার অ্যাকাউন্ট ব্লক করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ প্রসঙ্গে টুইটারের পক্ষে বলা হয়, জার্মান কর্তৃপক্ষ তাদের এ অ্যাকাউন্ট ব্লক করে দিতে অনুরোধ জানিয়েছে।

এত আইনের ফাঁদে বাধাগ্রস্ত হতে পারে মানুষের মুক্তমত। এমনই আশঙ্কা করছেন বিশ্বব্যাপী সোশ্যাল মিডিয়ার পাঠকেরা। তারা এর বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানের কথাও বলেছেন। ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ করে মুক্তমতকে বাধা দেয়া কোনোভাবেই কেউ মেনে নেবেন না বলে বিশ্বব্যাপী সোচ্চার হয়ে উঠেছে জনমত।

সোশ্যাল মিডিয়ার বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, সামনের সময়গুলো হবে সোশ্যাল মিডিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার সময়। মানুষ নিজের মতামতকে ইন্টারনেট দুনিয়ায় তুলে ধরার স্বাধীনতা নিয়ে আন্দোলন করবে।

ইন্টারনেট জগতে এতসব ঘটনার জন্যই এখানকার মানুষগুলোর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে নিয়মিত নজর রাখছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো।

সম্প্রতি সিআইএ প্রধানের ই-মেইলও এফবিআই তদন্তের আওতায় এনেছে। মানুষের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে নজরদারি সবার জন্য অস্বস্তিকর বলেই মন্তব্য করেছে গণমাধ্যমগুলো। তবে অবাক করার মতো প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে গুগল। এ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, এ বছরের প্রথম ছয় মাসে বিশ্বব্যাপী সরকারের পক্ষ থেকে নিজ নিজ দেশের ইন্টারনেট ভোক্তাদের তথ্য চেয়ে ২০ হাজার ৯৩৮টি অনুরোধপত্র এসেছে। এর মধ্যে ৩৪ হাজার ৬১৪টি ই-মেইল অ্যাকাউন্টের তথ্য চাওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১১ সালেও ২৫ হাজার ৩৪২টি অ্যাকাউন্টের তথ্য চেয়ে গুগলকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার।

এ বছর সবচেয়ে বেশি অনুরোধ জানিয়েছে খোদ যুক্তরাষ্ট্র। এ ছাড়া ভারত, ব্রাজিল এবং ফ্রান্সের কথা গুগলের প্রকাশিত প্রতিবেদনে প্রকাশ হয়েছে।

গুগল যুক্তরাষ্ট্রের প্রসঙ্গ টেনে জানিয়েছে, এ বছরের অর্ধেক সময়ের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র সরকার ৭ হাজার ৯৬৯ বার অনুরোধ জানিয়ে পত্র দিয়েছে। এখানে ১৬ হাজার ২৮১টি অ্যাকাউন্টের তথ্য গুগলকে সরবরাহ করতে হয়েছে।

এদিকে গুগল থেকেও গ্রাহকদের বিভিন্ন সময়ে অপরাধ কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার জন্য বারবার অনুরোধ জানানো হয়েছে। অপরাধমূলক তথ্য ইন্টারনেটে আপলোড, আপত্তিজনক ছবি, গোপন নথি প্রকাশ করাকেও গুগল নিরুৎসাহিত করে আসছে।

এ সম্পর্কে গুগল সূত্র সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছে, এ বছর বিভিন্ন সরকার প্রধানের পক্ষ থেকে ১ হাজার ৭৯১টি অনুরোধ এসেছে অনলাইন থেকে বিভিন্ন কনটেন্ট সরিয়ে ফেলার। গত বছর এর সংখ্যা ছিল ৯৪৯টি। এ তালিকায় অন্য সব দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি আক্রমণাত্মক ছিল তুর্কি। তারা এ বছর ইউটিউব থেকে ৪২৬টি ভিডিওসহ ব্লগারদের ব্লগ সাইট, সরকারের বিপক্ষে প্রচারসহ বিভিন্ন কনটেন্ট মুছে ফেলার অনুরোধ জানায়।

এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন সময়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। এ বছর স্থানীয় সরকার প্রধানের বিরুদ্ধে ইন্টারনেটের সব তথ্য আদালতের নির্দেশক্রমে গুগলকে ৭টি ভিডিও ইউটিউব থেকে মুছে ফেলতে হয়। প্রসঙ্গত, গুগল ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর এমন বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। কজ